Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/6/2026 4:37 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৩ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/6/2026 4:37 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৩ মাঘ ।। ১৪৩২।। শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

সাতসকালে পরপর গুলিতে ঝাঁজরা পাঞ্জাবের আপ নেতা! গুরুদ্বারের বাইরে হাড়হিম ঘটনা

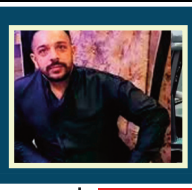

সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করুন', কাশ্মীর সংহতি দিবস পালন করে কাশ্মীরিদেরই বিক্ষোভের মুখে পাকিস্তান

বিহার ভোট বাতিলের আর্জি শুনে পিকে-কে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

সাড়ে চার ঘণ্টায় ১৩ বার!

সিকিমে পরপর ভূমিকম্পের রেশ পড়ল বাংলাতেও

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সিকিমে পরপর ভূমিকম্প। জানা গিয়েছে, সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে মোট ১৩ বার ভূমিকম্প হয়েছে। কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আফটারশক অনুভূত হয়েছে বাংলার একাধিক অংশে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত রাত দেড়টা নাগাদ সিকিমের গেলসিং এলাকায় প্রথম ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৫। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। এরপরেই শুরু হয় একের পর এক আফটারশক।সিকিমের মঙ্গন এলাকায় সাত বার এবং নামচি এলাকায় চার বার কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছে। গ্যাংটকে ৩.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কম্পনের জেরে স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে।ভূমিকম্পের জেরে পর্যটকরা মাঝরাতে হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে কম্পনের জেরে বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ৯টার কিছু পরে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কলকাতা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মায়ানমার। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬। কম্পন অনুভূত হয়েছে কলকাতা-সহ ভারতের বেশ কিছু এলাকায় এবং পড়শি দেশ বাংলাদেশেও। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র (ইএমএসসি)-র তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি মায়ানমারের আকিয়াবের ৭০ মাইল পূর্বে আঘাত হানে। কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ থেকে কম্পন অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গিছে। ইএমএসসি-র তথ্য অনুযায়ী, গত ৭১ ঘণ্টায় এটি মিয়ানমারে অনুভূত হওয়া তৃতীয় ভূমিকম্প।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা!

পরমাণু-বৈঠকের আগে ইরান ছাড়ার মার্কিন নির্দেশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ওমানে শুক্রবার ইরান ও আমেরিকার মধ্যে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা। ঠিক তার আগ মুহূর্তে ইরানে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ওমানের মাসকাটে দুই দেশের প্রতিনিধিদের এই আলোচনা যখন উত্তেজনা কমানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে, ঠিক তখনই ওয়াশিংটনের এই চরম বার্তা গোটা পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আশঙ্কা নতুন করে উসকে দিয়েছে।ইরানে আমেরিকার কোনও সক্রিয় দূতাবাস না থাকায় তেহরানের জন্য নির্ধারিত ভার্চুয়াল দূতাবাসের ওয়েবসাইটে এই নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে, মার্কিন নাগরিকেরা যেন বিলম্ব না করে এখনই ইরান ত্যাগ করেন। যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনে আর্মেনিয়া বা তুরস্কের স্থল সীমান্ত ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা এই মুহূর্তে দেশ ছাড়তে পারছেন না, তাঁদের দ্রুত কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ওয়াশিংটন কোনও বিশেষ বিমানে বা সরাসরি সহায়তায় নাগরিকদের সরিয়ে আনবে না। তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই নিরাপদ বোধ করলে দেশ ছাড়তে হবে। এছাড়া পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ইরান ও আমেরিকার দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তিদের ইরানের পাসপোর্ট ব্যবহার করে সীমান্ত পার হতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কোনও ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি বা জমায়েত থেকে দূরে থাকার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত দেড় মাস ধরে দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা চরমে পৌঁছেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তেহরানে সামরিক অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যার জবাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইও পাল্টা আঘাতের হুমকি দিয়েছেন। এই সংঘাত এড়াতে ওমানের মধ্যস্থতায় শুক্রবার বৈঠকে বসছেন আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচী।

বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত

জিসিসি-র সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পথে নয়াদিল্লি

নয়া জামানা, নয়া দিল্লি ঃ বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করতে পশ্চিম এশিয়ার ছয় দেশের জোট জিসিসি-র সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করল ভারত। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং বাহরিন; এই ছয়টি প্রভাবশালী রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জিসিসি-র সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তবে প্রস্তাবিত এই চুক্তির ফলে দুই পক্ষের মধ্যে পণ্য আদান-প্রদান হবে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত, যা ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।গত বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এই আলোচনা শুরুর প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই বৈঠক শেষে ভারতের আত্মবিশ্বাসের কথা জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জিসিসি দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার। এফটিএ কার্যকর হলে এই অঙ্ক বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের মতে, এই চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য 'উইন-উইন' পরিস্থিতি তৈরি করবে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী দেশ, যা উপসাগরীয় দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে, জিসিসি দেশগুলো মূলত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উৎস, যা ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ফলে ভারতীয় কৃষিপণ্য, টেক্সটাইল এবং রত্ন-অলঙ্কার পশ্চিম এশিয়ার বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে।প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রসংঘের উপদেষ্টা জেফ্রি স্যাক্স ভারতের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, ভারতকে কেবল মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার উদীয়মান বাজারগুলো ভারতের জন্য বিশাল সুযোগ নিয়ে আসছে। স্যাক্স মনে করেন, চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার এই জোট ভারতের অর্থনীতির বহর বাড়াতে সহায়ক হবে।ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্য ঘোষণা এবং এখন জিসিসি-র সঙ্গে এই তৎপরতা প্রমাণ করে যে, ভারত কোনো নির্দিষ্ট ব্লকে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। কৌশলগতভাবে পশ্চিম এশিয়া ভারতের জন্য কেবল জ্বালানি আমদানির উৎস নয়, বরং সেখানে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অভিবাসীর কর্মসংস্থান এবং রেমিট্যান্সের ক্ষেত্র হিসেবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/6/2026 4:37 PM Page 3

বিছানায় সঙ্গমে অনীহা ?

দোসর এই ৭ টি ভয়ঙ্কর বদভ্যাস

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কথায় আছে সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি হল সুস্থ যৌন জীবন। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ইতিমধ্যেই একাধিক গবেষণায় সামনে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য, সেখানে বলা হয়েছে শুধু সুন্দর রঙিন জীবন নয়, আপনি কতটা সুস্থ থাকবেন সেটাও অনেকটাই নির্ভর করে আপনার যৌন জীবনের ওপর। কিন্তু এক্ষেত্রেও রয়েছে বেশ কিছু বাধা, যার সরকারি প্রভাব পড়ছে আমাদের যৌন জীবনে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, আমেরিকার যুবক-যুবতী যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তাঁদের যৌন ক্ষমতা এই করোনা কালে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে।

ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ২০১৬-২০১৮ সালের মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ বয়সী যুবক যুবতীদের মধ্যে সঙ্গমের হার ৩১ শতাংশ থকে কমে ১৯ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে সাপ্তাহিক সঙ্গমের হার ৬১ শতাংশ থেকে কমে ৫৮ শতাংশ হয়ে গিয়েছে।এর কিছু কারণও খুঁজে বের করেছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মূলত ৭টি কারণের জন্য মানুষের সঙ্গমের ইচ্ছা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

১) ধূমপানঃ বিশ্বে প্রায় প্রত্যেক দিনই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ধূমপানের হার। আর এই ধূমপানের কারণেই কমেছে সঙ্গমের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা।

২) ব্যায়াম না করাঃ আজকালকার দিনে মানুষের হাতে সময় বড় কম। অধিকাংশ মানুষই ঘুম থেকে উঠে বসে পড়েন কাজে এবং কাজ শেষে সোজা চলে যান বিছানায়। ব্যায়াম কিংবা শারীরিক কসরত করার সময়ই নেই তাঁদের হাতে। এর জেরে শরীরে একদিকে যেমন একাধিক রোগ বাসা বাঁধছে অন্যদিকে কমছে যৌন ক্ষমতা।

৩) ফল, সবজি কম খাওয়াঃ আমাদের জেনারেশন বলতে গেলে পুরোপুরিই রেডি টু কুক কিংবা প্যাকেট খাবারের ওপর নির্ভরশীল। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে যৌন জীবনে।

৪) চা-কফি খাওয়াঃ চা কফির নেশা যে কতটা খারাপ সেটা আর আলাদা করে বলা অপেক্ষা থাকে না। এই দুটি যিনি একদিকে যেমন শরীরকে উত্তেজিত করে অন্যদিকে তেমনই কিন্তু এর প্রভাবে কমে যৌন ক্ষমতা।

৫) তেল জাতীয় খাবার বেশী খাওয়াঃ তেলযুক্ত কিংবা ভাজাভুজি খাবার কার না পছন্দ। কিন্তু এই সমস্ত খবারই আমদের জীবনে ডেকে আনছে চরম বিপদ। শুধু শরীর নয় আমাদের যৌন ক্ষমতা কমাতেও এই খাবারগুলো অনেকাংশে দায়ী।

৬) কম ঘুম কিংবা অনিদ্রাঃ ডাক্তাররা বলেন যত কাজই থাকুক না কেন রাতে ৭ থেকে ৮ ঘটনার ঘুম কিন্তু মাস্ট। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সেই পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। আবার অনেকেই ভোগেন অনিদ্রায়। আর এই ঘুম না হওয়ার সরাসরি প্রভাব পরে আমাদের যৌন জীবনে।

৭) মদ্যপানঃ মদ্যপান আরও একটি বড় কারণ। মদ্যপানের জেরেও কমে যৌন ক্ষমতা।

মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের

কেন আগে বয়স বাড়ে ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সাধারণত দেখা যায়, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচেন। শুধু আয়ু নয়, শরীর ও মস্তিষ্কের বার্ধক্যও অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে ধীরে আসে। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানে রয়েছে সেই চমকপ্রদ ব্যাখ্যা। চিকিৎসক ও গবেষকদের মতে, এর পিছনে রয়েছে হরমোন, শরীরের গঠন, জীবনযাপন ও জিনগত পার্থক্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাধারণত নারীদের তুলনায় বেশি দ্রুত ক্ষয়ের দিকে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের পেশি কমে, হাড় দুর্বল হয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি দেখা যায়। এর একটি বড় কারণ হল হরমোনের পার্থক্য। পুরুষদের শরীরে থাকা টেস্টোস্টেরন হরমোন বয়সের সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকে। এর ফলে পেশিশক্তি কমে যায়, ওজন বাড়ে এবং সঙ্গে অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে, মহিলাদের শরীরে থাকা ইস্ট্রোজেন হরমোন হৃদযন্ত্র ও হাড়কে অনেকটা সুরক্ষা দেয়। এই হরমোন মহিলাদের শরীরে দীর্ঘদিন কার্যকর থাকায় বার্ধক্যের গতি তুলনামূলক ধীর হয়।গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, পুরুষদের মস্তিষ্কের বয়সও নারীদের তুলনায় দ্রুত বাড়ে। স্মৃতি, মনোযোগ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশগুলো পুরুষদের ক্ষেত্রে আগে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে। ফলে বয়সজনিত মানসিক সমস্যার ঝুঁকিও কিছু ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।তবে শুধু শরীর বা হরমোন নয়, জীবনযাপনও বড় ভূমিকা নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরুষদের মধ্যে ধূমপান, মদ্যপান, অনিয়মিত খাবার ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ বেশি দেখা যায়। অনেক পুরুষই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এড়িয়ে যান, যার ফলে রোগ ধরা পড়ে দেরিতে। এই অভ্যাসগুলো বার্ধক্যের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বাস্থ্য সচেতনতা একটু বেশি। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, খাবারের দিকে নজর দেওয়া এবং সমাজমাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখা তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতায় সাহায্য করে।চিকিৎসকদের মতে, এই ব্যবধান পুরোপুরি কমানো না গেলেও সুস্থ জীবনযাপনে পুরুষরাও বার্ধক্যের গতি অনেকটা কমাতে পারেন। নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম, সুষম খাদ্য, ধূমপান-মদ্যপান এড়ানো এবং সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা পুরুষদের দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ একথা বলাই যায়, পুরুষদের দ্রুত বয়স বাড়ার কারণ শুধু প্রকৃতি নয়, অনেকটাই জীবনধারার ফল। সচেতন হলে এই প্রক্রিয়ার গতি কমানো সম্ভব, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

শিশুর চোখে কাজল লাগালে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নবজাতক বা ছোট শিশুর চোখে কাজল লাগানো এদেশের সমাজে বহু পুরনো একটি রীতি। অনেক পরিবারের বিশ্বাস, কাজল দিলে শিশুর চোখ সুন্দর দেখায়, দৃষ্টি ভাল হয় এবং কুনজর থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু চিকিৎসকেরা মতে, এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং শিশুর চোখে কাজল লাগানো তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে পাওয়া বেশিরভাগ কাজলে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকে। এর মধ্যে সীসা বা লেড অন্যতম। এই সীসা শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘদিন এর প্রভাব থাকলে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ, শেখার ক্ষমতা এবং আচরণগত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। চিকিৎসকদের স্পষ্ট মত, নবজাতকের শরীর এই ধরনের বিষাক্ত উপাদান সহ্য করতে পারে না। চোখে সংক্রমণের আশঙ্কাও খুব বেশি। শিশুর চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল। কাজল লাগানোর সময় হাত বা কাজলের কাঠিতে থাকা জীবাণু সহজেই চোখে ঢুকে যেতে পারে। ফলে

চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জ্বালা, চুলকানি, চোখ থেকে জল পড়া কিংবা গুরুতর সংক্রমণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে চোখের ভেতরের নরম অংশে ক্ষত তৈরি হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়।অনেক অভিভাবক মনে করেন, ঘরে তৈরি কাজল নিরাপদ। তবে চিকিৎসকেরা এই ধারণাও ভুল বলে জানাচ্ছেন। ঘরে বানানো কাজলেও যদি ঠিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা হয়, তাহলে সেখান থেকেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই বাজারের কাজল হোক বা ঘরে তৈরি দুটিই শিশুর চোখে ব্যবহার না করাই সবচেয়ে নিরাপদ।চিকিৎসকদের আরও দাবি, কাজল দিলে চোখ বড় হয় বা দৃষ্টি শক্তি বাড়ে, এই কথাগুলি সম্পূর্ণ ভুল। কাজলের কোনও চিকিৎসাগত উপকারিতা নেই। বরং এতে চোখের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। শিশুর চোখ ভাল রাখতে হলে আলাদা করে কোনও প্রসাধনীর প্রয়োজন নেই।বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, শিশুর চোখের যত্ন নিতে হলে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, ধুলো-ময়লা থেকে দূরে রাখা এবং চোখে কোনও সমস্যা দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সামাজিক বিশ্বাস বা রীতির চেয়ে শিশুর স্বাস্থ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সন্তানের চোখ ভাল রাখতে বুঝেশুনে কাজল ব্যবহার করা উচিত।

হোলিতেই এই ৩ রাশির

বেরং জীবনে লাগবে রং !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ আগামী ৩ মার্চ দোলের দিন ঘটবে। অর্ধচন্দ্রগ্রহণ হবে, ভারতের কিছু জায়গা থেকে সেটা দেখাও যাবে। দোলের দিন দুপুর ৩টে ২০ থেকে সন্ধ্যা ৬ টা ৪৭ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ চলবে।দোলের দিন ঘটতে চলা এই চন্দ্রগ্রহণ একাধিক রাশির বন্ধ ভাগ্যের তালা খুলতে চলেছে। তাঁদের বেরং জীবনে লাগবে রঙের ছোঁয়া। তালিকায় আছেন কারা ?

সিংহ ঃ দোলের হতে চলা চন্দ্রগ্রহণের শুভ প্রভাব পড়বে এই রাশির উপর। বিশেষ করে যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাঁরা আরও খ্যাতি পাবেন। নামডাক, পরিচিতি বাড়বে।

ধনু ঃ এঁদের দৈনিক আয় বাড়বে। তৈরি হবে আয়ের নতুন উৎস। বহুদিন ধরে যে কাজের চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাতে কোনও না কোনও বাধা পেয়েছেন সেটা অবশেষে সফল হবে।অফিসে কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। বসের নেক নজরে পড়বেন। যাঁরা সিঙ্গল তাঁদের জীবনে প্রেমের ছোঁয়া লাগতে পারে এই বসন্তে। আর যাঁরা প্রেম করছেন তাঁদেরও বিয়ের কথা পাকা হতে পারে।

মকর ঃ সিঙ্গলদের বেরং জীবনকে রাঙাতে কারও আগমন ঘটতে পারে। খুঁজে পেতে পারেন সোলমেট। বহুদিন ধরে যে স্বপ্নপূরণের কথা ভেবে এসেছেন, সেটাও এই সময় পূরণ হবে।আয় বৃদ্ধি পাবে। পদোন্নতি হবে। ফলে যে জিনিস কেনার কথা ভাবছেন সেটা কিনতে পারবেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও জটিলতা চললে সেটা কেটে যাবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/6/2026 4:37 PM Page 4

শোকের পাহাড় বুকে চেপে কর্তব্যের কাঠগড়ায়

নিথর স্ত্রী-সন্তানকে মর্গে রেখেই শুনানিতে শিক্ষক

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা ।। মালদহ

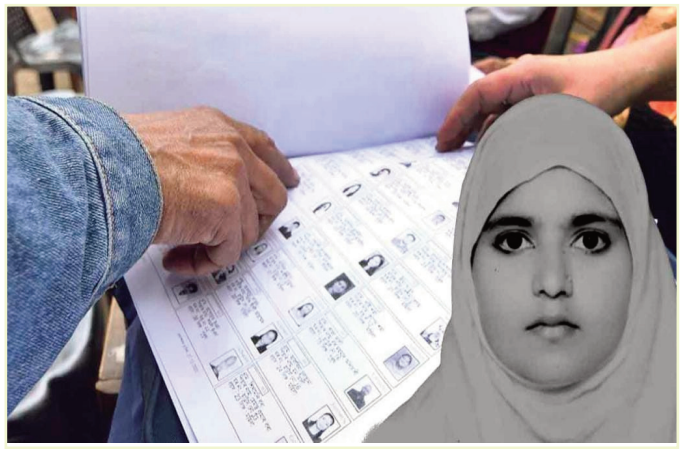

মানুষের জীবনের সবথেকে বড় অবলম্বন হলো তার পরিবার। আর সেই পরিবারের শিকড় যদি নিমেষের মধ্যে উপড়ে যায়, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মালদহের কালিয়াচকের শিক্ষক এমডি ইয়াসিন আনসারি যে নজির গড়লেন, তা দেখে স্তম্ভিত গোটা রাজ্য। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চিরতরে হারিয়েছেন প্রাণপ্রিয় স্ত্রী এবং মাত্র নয় মাসের শিশুপুত্রকে। অথচ সেই মর্মান্তিক শোক বুকে পাথরের মতো চেপে রেখেই তিনি হাজিরা দিলেন সরকারি শুনানিতে। স্ত্রী ও সন্তানের নিথর দেহ মর্গে শুইয়ে রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া এক পিতার এই লড়াই দেখে চোখে জল মালদহবাসীর।গাজল থানার খড়দহিল এলাকার বাসিন্দা এমডি ইয়াসিন কালিয়াচকের সুজাপুর নয়মৌজা হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য কর্মস্থলের পাশেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী হালিমা খাতুন এবং তাঁদের কোলের সন্তান আরিফ হাসান। জানা গিয়েছে, নথিতে নামের বানান ভুল থাকার কারণে শুক্রবার গাজলে 'স্কুল সার্ভিস ইনস্পেকশন রিপোর্ট' বা এসআইআর-এর শুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিল তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর ওপর। সেই জরুরি তলব রক্ষা করতেই বৃহস্পতিবার রাতে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। গন্তব্য ছিল বাস ধরা, তাই আমবাজার এলাকায় যাওয়ার জন্য একটি টোটো ভাড়া করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঝপথে সুস্তানি এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় টোটোটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্ত্রী হালিমার। গুরুতর জখম অবস্থায় নয় মাসের শিশু আরিফকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে শিক্ষক ইয়াসিনের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে যায়। স্বজন হারানোর আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইয়াসিন এক অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত নেন। পরিজনদের খবর দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানের দেহ মালদহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। এরপর চোখের জল মুছে সরাসরি পৌঁছে যান এসআইআর শুনানিকেন্দ্রে। সেখানে নির্ধারিত কাজ শেষ করে তবেই তিনি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আত্মীয়দের কথায়, ইয়াসিন ফিরলে তবেই ময়নাতদন্তের পর দেহ কবরস্থ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কর্তব্যের প্রতি এমন চরম দায়বদ্ধতা দেখে শোকের আবহেও বাকরুদ্ধ তাঁর সহকর্মী ও প্রতিবেশীরা।

স্কুল প্রাঙ্গণে চন্দ্রযান-মঙ্গলযান !

স্পেস অন হুইলস-এর মাধ্যমে বিজ্ঞান পাঠ

নয়া জামানা, নদিয়া কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত ডন বসকো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বিজ্ঞান ভারতী এবং ইসরো এর যৌথ উদ্যোগে স্পেস অন হুইলস্ এর মাধ্যমে এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এই চলমান গাড়ির মাধ্যমে ইসরোর সাফল্য এবং তাদের আবিষ্কার এর বিভিন্ন মডেল প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মূলত

ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর স্বদেশী উদ্ভাবনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সাফল্যমন্ডিত আবিষ্কার তুলে ধরা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে তাদেরকে এই বিষয়ে আগ্রহী করে তোলায় এই প্রদর্শনীর মূল এজেন্ডা। এই প্রদর্শনীতে ইসরোর তৈরি বিভিন্ন স্যাটেলাইট, রকেট ইঞ্জিন,চন্দ্রজান১, চন্দ্রযান ২, ল্যান্ডার বিক্রম, মঙ্গল যান এর প্রোটোটাইপ সহ বিভিন্ন ধরনের মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয় ছাত্রছাত্রীদের সামনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এই প্রদর্শনীতে ডন বসকো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এ বিষয়ে ওই স্কুলের ক্লাস টু এর প্রীতিশ দত্তকে আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, এ ধরনের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পেরে সে এবং তার বন্ধুরা প্রচন্ড খুশি এবং সে আরও জানাই ভবিষ্যতে সে ও ইসরোর সাথে যুক্ত হয়ে ভারতের মহাকাশ সম্পর্ক গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে চাই। এ বিষয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার ভি,টি জোশ জানান এ ধরনের প্রদর্শনীর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জানার আগ্রহ বাড়বে। এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

নতুন জিনিস সম্পর্কে তারা তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার কে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ধরনের প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ছাড়াও অভিভাবকদের ভিতরেও বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

অপরাধ দমনে উত্তরবঙ্গে

ফরেনসিক ল্যাব

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গের অপরাধ দমনে আরও এক ধাপ এগোল জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। দ্রুত অপরাধের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের জন্য ভ্রাম্যমাণ মোবাইল

ফরেনসিক ল্যাব চালু হওয়ায় তদন্তের গতি অনেকটাই বাড়বে বলে জানালেন অপরাধ বিজ্ঞানী ডঃ মৌসুমী রক্ষিত।তিনি স্পষ্টভাবে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কোনও অপরাধস্থলে অযথা প্রবেশ না করার জন্য। কারণ এতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ব্যাহত হয়। ডঃ রক্ষিত বলেন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা অপরাধের ফাস্ট রেসপন্ডার হলেও অনেক সময় তাঁদের পৌঁছনোর আগেই ক্রাইম সিনে ভিড় জমে যায়, যা তদন্তের পক্ষে ক্ষতিকর।

১৯৫২ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ডঃ ষষ্ঠী চৌধুরীর হাত ধরে রাজ্যে ফরেনসিক বিভাগের পথচলা শুরু। আজ কলকাতা ও জলপাইগুড়ি মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ফরেনসিক বিভাগ দেশের অন্যতম সেরা হিসেবে পরিচিত।জলপাইগুড়ির আরএফএসএল উত্তরবঙ্গের আটটি

জেলার অপরাধ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে ফরেনসিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরতে সদ্য প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ল্যাবের উদ্যোগে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নশিপের সুযোগও রয়েছে বলে জানান ডঃ মৌসুমী রক্ষিত।সব মিলিয়ে, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ টিম নিয়ে উত্তরবঙ্গের অপরাধ দমনে সদা প্রস্তুত জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি।

ছিনতাইয়ের

ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ চুরির ঘটনার মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে বড় সাফল্য পেল রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালিনগর এলাকায় এক মহিলার সাইকেলের সামনে রাখা ঝুড়ি থেকে টাকা-পয়সা ও মোবাইল ফোনসহ একটি ব্যাগ ছিনতাই করে বাইকে চেপে পালায় দুই দুষ্কৃতী। এরপর মগরারাঙ্গী সংলগ্ন এলাকায় তারা এক স্কুল ছাত্রীর স্কুল ব্যাগ ও মোবাইল ফোন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত তদন্তে নামে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে পুলিশ তিন দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। জেলা আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে তিন দিনের পুলিশি হেফাজত দেয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আজিজুল মণ্ডল (ডাকনাম ছোটু), বাড়ি ভুটকি শংকর ভিটা এবং শাহ জামাল হক ওরফে জামাল। তাদের বাড়ি বন্ধু নগর বানিয়াপাড়া এলাকায়।ঘটনার তদন্ত চলছে, ছিনতাইয়ের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/6/2026 4:37 PM Page 5

অজয় সিনহার রোজনামচা

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

৭৩ বছর বয়স। সাদা চোখে এটি অবসরের বয়স হলেও রতুয়া-১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অজয় সিনহার কাছে এটি এক নতুন উদ্দীপনার নাম। শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও জনসেবা থেকে তিনি একদিনের জন্যও ছুটি নেননি। কেমন কাটে এই নেতার একটা সাধারণ দিন ? চলুন দেখে নেওয়া যাক।

ভোরের শুরু ও সাদাসিধে প্রাতরাশ

প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটায় ঠিক সকাল ৬ঃ৩০ মিনিটে ঘুম ভাঙে অজয় বাবুর। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের শৃঙ্খলা আজও অটুট। দিন শুরু হয় একদম ঘরোয়া মেজাজে। শরীরের যত্ন নিতে প্রাতরাশে কোনো আড়ম্বর নেই, এক গ্লাস ছাতু খেয়েই তিনি নিজেকে চাঙ্গা করে নেন। এরপর বাড়ির কিছু দরকারি কাজ সেরে ঠিক সকাল ১০টার মধ্যে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ময়দানে পা বাড়ান।

মানুষের আঙিনায়ঃ যখন রাজনীতিই হয়ে ওঠে সেবা

বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তাঁর প্রথম কাজ হলো মানুষের কাছে পৌঁছানো। তাঁর দিনের এই অংশটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত

সরাসরি কথাঃ এলাকার মোড়ে বা কারো বাড়ির দাওয়ায় বসে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শোনা।

সমস্যা সমাধানঃ কেবল কথা শোনা নয়,কারো প্রশাসনিক সাহায্য লাগলে বা কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তা তৎক্ষণাৎ সমাধানের চেষ্টা করা।

মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন ঃ সাংগঠনিক ব্যস্ততা

দুপুরের পর তাঁর গন্তব্য হয় রতুয়া ১নং ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল। কখনো দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক, আবার কখনো সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে তদারকি করা। কোনো দলীয় কর্মসূচি থাকলে সেখানে তাঁর উপস্থিতি কর্মীদের নতুন উদ্যম জোগায়।

সন্ধ্যার আসরঃ ঠিকানা যখন দলীয় কার্যালয়

সূর্য ডুবলে যখন পৃথিবী শান্ত হয়, অজয় বাবুর কর্মব্যস্ততা তখন তুঙ্গে। সন্ধ্যার পর তিনি বসেন দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। কারো সার্টিফিকেটে সই দরকার, কারো বা পাড়ার কোনো বিবাদ মেটানো প্রয়োজন সবকিছুর সমাধান মেলে এখানে। কর্মীদের সাথে বসে ব্লকের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন তিনি।

রাতঃ ক্লান্তিহীন ফেরার পথ

সারাদিনের ধকল শেষে যখন তিনি বাড়িতে ফেরেন তখন রাত অনেকটাই বেশি। তবে দিনের কাজ শেষ হলেও তাঁর ভাবনা থামে না। রাতের আহার সেরে বিছানায় যাওয়ার আগে তিনি তাঁর ডায়েরিতে বা মনে মনে পরের দিনের কর্মসূচী নিখুঁতভাবে সাজিয়ে নেন। ঠিক এভাবেই শেষ হয় রতুয়া-১ ব্লকের এই নেতার একেকটি দিন।

এক নজরে সারাদিনের সময়সূচী

সময় ও কর্মসূচি

০৬৩০ মিনিট ঘুম থেকে ওঠা ও দিন শুরু।

সকাল ১০০০-ছাতু খেয়েই জনসেবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ।

দুপুর - বিকেল-অঞ্চল পরিদর্শন, মানুষের সমস্যা শোনা ও সমাধান।

সন্ধ্যা-দলীয় কার্যালয়ে বসে মানুষের সাথে সরাসরি সংলাপ।

রাত্রি-বাড়ি ফেরা ও আগামী দিনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা। আদর্শের লড়াইয়ে কোনো বিরতি নেই-অজয় সিনহার প্রতিটি দিনই যেন এই বার্তার এক জীবন্ত দলিল।

পাড়ার খবর

প্রতিশ্রুতি পূরণ বদলে যাচ্ছে বানপুর

নয়া জামানা, মালদা

মালদার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের গল্প অনেক সময়ই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় সেই উন্নয়ন বাস্তবে চোখে পড়ে, অনুভব করা যায় দৈনন্দিন জীবনে। শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩৯ নম্বর বুথের অন্তর্গত বানপুর গ্রাম এখন তেমনই এক পরিবর্তনের উদাহরণ। যেখানে প্রতিশ্রুতি শুধু নির্বাচনী ভাষণে আটকে থাকেনি, বরং রাস্তাঘাট, জল, আলো আর মানুষের মুখের হাসিতে তার বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে।

গ্রামীণ উন্নয়নের মেরুদণ্ড পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। স্থানীয় সমস্যার সমাধান স্থানীয় নেতৃত্বের হাত ধরেই সম্ভব-এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই কাজ করছেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। গত কয়েক বছরে বানপুরে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে তা শুধু অবকাঠামোর উন্নয়ন নয়, মানুষের মানসিকতাতেও এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

২০২৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বুথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সনত কুমার বর্মন মাত্র ২৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। অল্প ব্যবধানের এই জয় তাঁর কাছে যেমন দায়িত্ব বাড়িয়েছে তেমনই এলাকার মানুষের প্রত্যাশাও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। শিক্ষিত, মার্জিত ও কর্মঠ যুবক হিসেবে সনত বাবুর পরিচিতি আগে থেকেই ছিল। এম.এ এবং বি.এড ডিগ্রিধারী এই জনপ্রতিনিধি একসময় স্থানীয় স্তরে পরিচিত ক্রিকেটারও ছিলেন। মাঠের শৃঙ্খলা ও দলগত মানসিকতাই যেন এখন তাঁর প্রশাসনিক কাজের মূল শক্তি।নির্বাচনের আগে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া-তার অনেকটাই ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। আড়াই বছরের মধ্যেই বানপুরের চেহারা বদলাতে শুরু করেছে।সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। একসময় কাঁচা ও ভাঙাচোরা রাস্তার জন্য বর্ষাকালে গ্রাম কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।স্কুলপড়ুয়া থেকে অসুস্থ রোগী-সবারই যাতায়াতে ভোগান্তি ছিল নিত্যদিনের।এখন সেই ছবি অনেকটাই বদলেছে। শ্রীরামপুর রেলগেট থেকে খুজিপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। মুন্ডাপাড়া হয়ে মল্লিকপাড়া পর্যন্ত পথও সংস্কার করা হয়েছে। মুন্ডাপাড়া-চেতনপাড়া এবং চেতনপাড়া থেকে বানপুর রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হওয়ায় একাধিক গ্রাম এখন সহজে সংযুক্ত।ফলে বাজার, স্কুল সব জায়গায় পৌঁছনো অনেক সহজ হয়েছে।পানীয় জলের সমস্যাও দীর্ঘদিনের। গ্রীষ্মকালে নলকূপে জল মিলত না, মহিলাদের দূর থেকে জল আনতে হতো। এই সংকট মেটাতে বসানো হয়েছে সাব-মার্সিবল পাম্প।শুধু পানীয় জল নয়, সেচের কাজেও সহায়ক হচ্ছে। কৃষকদের কাছে এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চাষাবাদের জন্য জলের ওপরেই তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে।গ্রামের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নেও নজর দেওয়া হয়েছে। খ জিপুরের পুকুরে সিঁড়িঘাট নির্মাণ হওয়ায় স্থানীয়দের দৈনন্দিন ব্যবহার সহজ হয়েছে। বানপুরের মৌলিকপাড়াতে পুকুরের ধারে গার্ডওয়াল তৈরি করে ভাঙন রোধ করা হয়েছে। ছোট ছোট এই উদ্যোগগুলো গ্রামীণ জীবনে বড় প্রভাব ফেলে-এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।শুধু ইট-পাথরের কাজেই থেমে থাকেনি উন্নয়ন। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয়, সেদিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন করে ইতিমধ্যেই ৪০ জন মহিলা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। ৩২ জন কৃষক 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। এই সাহায্য সরাসরি গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।তবে উন্নয়ন যে শেষ হয়ে গেছে, এমনটা ভাবতে নারাজ পঞ্চায়েত সদস্য নিজেই। তাঁর মতে, এখনও অনেক কাজ বাকি। আগামী দিনে রেলগেট থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর ভাওয়ার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, খুজিপুর থেকে শিমুলতলা পর্যন্ত সংস্কার, খুজিপুর থেকে তিলাসন পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি;এসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংযোগকারী ছোট রাস্তার উন্নয়ন, নতুন স্ট্রিট লাইট বসানো এবং শ্মশানে সিঁড়িঘাট ও চুল্লি নির্মাণের উদ্যোগও রয়েছে। অর্থাৎ গ্রামকে আরও আধুনিক ও সুবিধাজনক করে তুলতেই এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।এই পরিবর্তনের সাক্ষী গ্রামের মানুষরাই। অসীম সিংহ, ধীরেন বর্মন, লক্ষ্মী রাম সোরেন, সন্তোষ বর্মন, মেনকা পাণ্ডে, পিঙ্কি মল্লিক, রাজ কুমার মণ্ডল-তাঁদের মতো সাধারণ বাসিন্দারা বলছেন, আগের তুলনায় এখন জীবন অনেক সহজ। আগে যেখানে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে রাস্তায় বেরোনো মুশকিল ছিল এখন সেখানে আলো জ্বলছে। কাঁচা রাস্তার বদলে পাকা পথ, দূরের জলের বদলে বাড়ির কাছেই জল-এই ছোট ছোট বদলই তাঁদের জীবনে বড় স্বস্তি এনে দিয়েছে।সনত কুমার বর্মনের কথায়, তশিক্ষা আর খেলাধুলা মানুষকে শৃঙ্খলা শেখায়। সেই শৃঙ্খলা মেনেই আমি কাজ করতে চাই। মানুষের বিশ্বাসটাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।দ তাঁর লক্ষ্য, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বানপুর গ্রাম কে একটি মডেল এলাকায় পরিণত করা।বানপুরের এই পরিবর্তনের গল্প প্রমাণ করে, উন্নয়ন মানে শুধু বড় বড় প্রকল্প নয়-সঠিক পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা এবং সদিচ্ছাই পারে একটি গ্রামের ভাগ্য বদলে দিতে। প্রতিশ্রুতি যদি কাজে পরিণত হয়, তাহলে গ্রামও এগোয় মানুষও এগোয়।আর সেই পথেই আজ এগোচ্ছে বানপুর-নতুন দিনের প্রত্যাশায়, উন্নয়নের আলোর পথে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।